بسم الله الرحمن الرحيم

**নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় হুদায়বিয়ার সন্ধির আরও কিছু ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত কতিপয় আপত্তির খণ্ডনও উপস্থাপন করেন।**

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপটে আজ আরও কিছু বিষয় বর্ণনা করব। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাতে খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে বলেন, সন্ধিচুক্তিতে কিছু ত্রুটি থেকেই যায় যা পরবর্তীতে কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়। অনুরূপভাবে **এ চুক্তিতে একটি শর্ত এরূপ ছিল যে, এখানে মুসলমান পুরুষদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে স্পষ্ট বাক্য থাকলেও মুসলমান নারীদের কথা তাতে উল্লেখ ছিল না।** এর ফলে বেশ কয়েকজন মুসলমান নারী মদীনায় চলে আসেন। তাদের মাঝে প্রথম হলেন, কাফির নেতা উশবা বিন আবি মুঈতের কন্যা **উম্মে কুলসুম**। তিনি সাহসিকতার সাথে মদীনায় চলে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তার পেছনে পেছনে কাফিরদের দুজন নারীও মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাকে ফেরত পাঠানোর দাবি করে এবং বলে, চুক্তিতে পুরুষের কথা উল্লেখ থাকলেও এটি নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। অপরদিকে উম্মে কুলসুম চুক্তির শর্তাবলি উল্লেখের পাশাপাশি নারীরা যেহেতু দুর্বল স্বভাবেরও হয়ে থাকে এবং তাদের সহ্যক্ষমতাও কম হয়ে থাকে তাই ফেরত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মহানবী (সা.) প্রকৃতিগতভাবে এবং ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে উম্মে কুলসুমের অনুকূলে রায় প্রদান করেন। সে সময় পবিত্র কুরআনের এই আয়াতও অবতীর্ণ হয় যে, **'যদি কোনো নারী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে চলে আসে তাহলে তার বিষয়ে ভালোভাবে যাচাই বাছাই করো। এভাবে তার ঈমান ও নিষ্ঠা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোনোভাবেই কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না আর সে যদি বিবাহিতা হয় তাহলে তার মোহরানা তার পৌত্তলিক স্বামীকে ফেরত পাঠিয়ে দাও'।** (সূরা আল্ মুমতাহানা: ১১)

সন্ধিচুক্তিতে আরেকটি শর্ত ছিল, **যদি মক্কার কোনো ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে আসে তাহলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে।** চুক্তি করে মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসার পর পরই **আবু বসীর উতবা বিন উসায়েদ সাকফী** নামক এক ব্যক্তি মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে আসেন। কুরাইশরা তার পেছনে পেছনে দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যারা এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে তাকে ফেরত পাঠানোর দাবি করে। মহানবী (সা.) চুক্তি রক্ষার্থে তাকে ফেরত চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তাই তিনি বাধ্য হয়ে তাদের সাথে ফেরত যাত্রা করেন। যেহেতু তিনি জানতেন যে, কাফিররা তার ওপর অত্যাচার অব্যাহত রাখবে তাই ফেরতযাত্রায় তিনি যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে সুযোগ বুঝে কাফিরদের দুজনের মধ্য হতে তাদের নেতাকে হত্যা করেন আর অন্যজন পালিয়ে মদীনায় চলে আসে। আবু বসীরও হাতে তরবারি নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন আর মহানবী (সা.)-কে বলেন, আপনি আমাকে কাফিরদের হাতে সোর্পদ করেছেন, এখন আপনি আমার বিষয়ে দায়মুক্ত আর আল্লাহ্ আমাকে তাদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, **আবু বসীর তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করছে।** এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ এবং তাঁর কথা চিন্তা করে মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন কিন্তু মক্কায় না গিয়ে **সীফুল বাহার** নামক একটি পৃথক স্থানে বসবাস শুরু করেন। তার এই অবস্থানের সংবাদ পেয়ে মক্কার অন্যান্য দুর্বল

মুসলমানরাও সেখানে গিয়ে একত্রিত হন। এভাবে বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী সেখানে ধীরে ধীরে ৭০ থেকে ৩০০ জন মুসলমান এসে নতুন এক বসতি গড়ে তোলে। সীফুল বাহার যেহেতু সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত তাই তাদের সাথে কাফিরদের লড়াই লেগেই থাকত। এজন্য তাদের আক্রমণে বিরক্ত হয়ে মক্কাবাসীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে দূত মারফত আবেদন জানায়, সীফুল বাহার-এর লোকদেরকে মদীনায় ডেকে নিন এবং আপনার রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করুন। অতঃপর মহানবী (সা.) একটি পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে মদীনায় চলে আসতে বলেন। কিন্তু আবু বসীর যখন মহানবী (সা.)-এর পত্র হাতে পান তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন আর অনেক আনন্দিত হয়ে সেই পত্রটি হাতে আঁকড়ে ধরাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অতঃপর সেখানকার অধিবাসীরা আনন্দ ও দুঃখের সংমিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, খ্রিষ্টান সমালোচকরা হুদায়বিয়ার সন্ধির বিষয়েও বিভিন্ন আপত্তি করেছে যার মধ্য থেকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) দুটি আপত্তির পর্যালোচনা করেছেন। **একটি হলো, মহানবী (সা.) মহিলাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে চুক্তিভঙ্গ করেছেন।** এর উত্তরে **প্রথমত** স্মরণ রাখা উচিত, চুক্তি হয়েছিল মক্কার কাফিরদের সাথে যারা প্রথম দিন থেকে ইসলামের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ছিল আর তাদের প্রতিনিধি হিসেবে সুহায়েল এসেছিল, যে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধের সময় খুঁটিনাটি বিষয়েও মুসলামনদের বাধা দিচ্ছিল। কেননা চুক্তি লেখার সময় তার দৃষ্টিতে কোনো কিছু কুরাইশদের স্বার্থ বিরোধী মনে হলেই সে তাতে আপত্তি করত। **দ্বিতীয়ত,** কুরাইশ নেতার পক্ষ থেকে এ সাক্ষ্য রয়েছে যে, **মহানবী (সা.) চুক্তিভঙ্গ করেন না**। মহানবী (সা.) যখন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে তবলীগের পত্র প্রেরণ করেছিলেন তখন সেই বাদশাহ্ সিরিয়ায় অবস্থানকারী কাফির নেতা আবু সুফিয়ানকে তার দরবারে ডেকেছিলেন। সেই প্রশোত্তর পর্বে হিরাক্লিয়াসের একটি প্রশ্নের উত্তরে আবু সুফিয়ান এ সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, **মুহাম্মদ (সা.) কখনো চুক্তিভঙ্গ করেন নি।**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) সহীহ্ বুখারীর শব্দাবলি চয়ন করে বলেন, এই সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন শব্দ ব্যবহারের পরও এ অপবাদ আরোপ করা কেবলামাত্র অন্যায়ই নয়, বরং অবিশ্বস্ততাও বটে। যদি বলা হয়, কোনো কোনো ইতিহাসগ্রন্থে **রাজুলুন** (পুরুষ) শব্দটি নেই বরং সাধারণ (ব্যক্তিবাচক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ নারী পুরুষ উভয়টিই হতে পারে। এর উত্তর হলো **প্রথমত,** অধিক গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতে **রাজুলুন** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা কেবল পুরুষকেই নির্দেশ করে। **দ্বিতীয়ত,** যেসব বর্ণনায় অন্য কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তারও এই একই ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, সীরাত ইবনে হিশামে রাজুলুন শব্দ উল্লেখ নাই, কিন্তু সেখানে যেসব সর্বনাম এবং সীগার উল্লেখ রয়েছে তা কেবল একজন পুরুষের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

এরপর আবু বসীরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরেকটি আপত্তি করে বলা হয়, **মহানবী (সা.) সন্ধির মূলনীতি ভঙ্গ করেছেন, বরং আবু বসীরকে এ ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, সে যেন মক্কায় ফেরত যাওয়ার পরিবর্তে একটি পৃথক দল বানিয়ে নিজের কার্য পরিচালনা করে।** এটিও একটি বেহুদা আপত্তি। **প্রথম** কথা হলো, এর কোনো প্রমাণ আছে কি যে, মহানবী (সা.) এমনটি করেছেন বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। বরং মহানবী (সা.) তো এই চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে চমৎকার আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। আবু বসীর অত্যাচার নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে মদীনায় আসেন এবং অত্যন্ত বেদনাতুর হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে মদীনায় থাকার আবেদন করেন। অপরদিকে তার পেছন

পেছন দুজন কাফিরও মহানবী (সা.)-এর সমীপে তাকে ফেরত পাঠানোর দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। মহানবী (সা.) চুক্তি রক্ষার খাতিরে হৃদয়ে পাথর বেঁধে বিশ্বস্ততার সাথে তাকে ফেরত পাঠান। তিনি (সা.) বলেন, **আবু বসীর! আমাদের ধর্মে চুক্তিভঙ্গের নীতি নাই। অতএব তুমি এদের সাথে চলে যাও। এরপর তুমি যদি ইসলাম ধর্ম পালনে ধৈর্যধারণ করো তাহলে খোদা নিশ্চয় তোমার ও অন্যান্য নির্যাতিতের জন্য মুক্তির কোনো পথ খুলে দিবেন।** তিনি (সা.) এখানে স্বীয় আবেগ, সাহাবীদের আবেগ এবং সর্বোপরি আবু বসীরের আবেগকে মাটিচাপা দিয়ে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। এরপরও কীভাবে তাঁর প্রতি চুক্তিভঙ্গের আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে?

**দ্বিতীয়ত,** মদীনা থেকে ফেরত পাঠানোর পরের ঘটনা নিয়ে যদি আপত্তি করা হয় তাহলে এর উত্তর হলো চুক্তিতে এরকম কোনো শর্ত ছিল না যে, মক্কা থেকে হিজরতকারী ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন মহানবী (সা.) তাকে মক্কায় পৌঁছে দিতে বাধ্য থাকবেন। এরূপ আপত্তি করা বিবেকবিরুদ্ধ। কাজেই, যা করা হয়েছে তা চুক্তি অনুসারে একেবারেই সঠিক ছিল এবং ঘটনার প্রেক্ষাপটেও যথার্থ ছিল। মক্কার কাফিররা নিজেরাই যেসব শর্ত আরোপ করেছিল তাতেই তারা আটকা পড়ে। আবু বসীরের সাথে যারা সেই এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে তারা মুসলমান ছিলেন। কিন্তু জাগতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায় এবং নীতিগতভাবে তাদের ওপর মহানবী (সা.)-এর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। কাফিররাই এ শর্ত নির্ধারণ করেছিল যে, রাজনৈতিকভাবে তারা মহানবী (সা.)-এর অনুসারী হতে পারবে না। অতএব, যেখানে কাফিররা তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বাইরে বের করে দিয়েছে সেক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি কেন করা হয়? মূলত কাফিররা নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই ফেঁসে যায় আর মহানবী (সা.) এখানে নিশ্চিতভাবে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন এবং সন্ধিচুক্তিও রক্ষা করেন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, **'পরিতাপের বিষয় হলো! যে ব্যক্তিকে সম্বোধন করে মহানবী (সা.) এ কথা বলেছেন সেই ব্যক্তিও বুঝেছিলেন যে, তিনি (সা.) তার এ কাজটি অপছন্দ করেছেন এবং তাকে যে কোনো মূল্যে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিবেন, কিন্তু তেরোশ' বছর পর আগত লোকেরা এ কথা বলছে যে, মহানবী (সা.) এখানে আবু বসীরকে পৃথক সমাজ বানিয়ে যুদ্ধের প্রতি উস্কিয়ে দিয়েছেন। অন্যায়েরও একটি সীমা থাকা উচিত। অথচ আজও ন্যায়বিচারের ধ্বজাধারীরা এই দ্বিমুখী নীতি ও আচরণ প্রদর্শন করে চলছে যার ফলে তাদের মাঝে অরাজকতা সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও বিশ্ববাসীকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে তাদের দাজ্জালী নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করুন'** (আমীন)।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)